আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০০৯ উপলক্ষে একগুচ্ছ ভাষার ছড়া

দেওয়ান আবদুল বাসেত

১.

একুশ আমার

বন্দি একুশ মুক্ত হলো
আঁধার গেলো দুর,
একুশ আমার কণ্ঠে বাজায়
বর্ণমালার সুর।

একুশ আমার গানের কলি
একুশ ছড়ার ছন্দ,
একুশ আমার শাপলা-শালুক
কলমী ফুলের গন্ধ।

একুশ আমার জাতির প্রতীক
একুশ পরিচয়,
মায়ের ভাষা বাঙলা ভাষা
বিশ্ব করে জয়।

২.

জব্বারের ছবি

লাল শিমুলের পাপড়ি দেখে
জব্বারের ওই ছবি এঁকে
ফাগুন দিনে আগুন ঝরা
ফুটলো হাজার ফুল,
করতে স্মরণ ভাষার শহীদ
হয়নি তাদের ভুল।

৩.

মায়ের ভাষা

আমার মায়ের ভাষা যারা
পাল্টে দিতে চায়,
শক্ত শেকল দিয়ে তাদের
বাঁধবো বুটের পায়।

লিখবো মায়ের ভাষায় চিঠি
হাসবে চাঁদও মিটি মিটি।

বাঙলা চিঠি বলবে কথা
সকল ঠিকানায়,
যেমনি মায়ের কথা-সুরে
সব পাখিরা গায়।

৪.

চাষ

এই দেশেতে জন্ম আমার
এই মাটিতে বাস,
মা করেছেন আমার বুকে
বর্ণমালার চাষ।

৫.

শপথ ছিলো

বাঙলা ভাষার দাবী নিয়ে তুললো যারা ঝড়!
আটই ফাগুন ছিলো তখন ভীষণ ভয়ংকর!
চাইলো তাঁরা ভাষার মান
গুলীর মুখে হারায় প্রাণ
সেই শহীদের শপথ ছিলো ‘কর নতুবা মর’!!

৬.

একুশ মানে

ফেব্রুয়ারীর একুশ মানে

ফাগুন মাসের আট,
মায়ের চোখে খোকন সোনার
রক্তে ভেজা শার্ট।

একুশ মানে-
রাষ্ট্রভাষা বাঙলা দাবীর ঝড়!
ঘর ছেড়ে যে ভাইটি গেলো
ফিরলোনা তারপর!

একুশ মানে-
ভাষার সেনা শহীদ হবার দিন
একটি শপথ-করবো পূরণ
বর্ণমালার ঋণ।

৭.
ফিরে এলো ফাগুন

ফিরে এলো ফাগুন
দেখনা চেয়ে দেখনা চেয়ে কৃষ্ণচূড়ায় আগুন!
শিমুল পলাশ জবা
রক্তে ভেজা ফুলগুলো সব করছে শোকের সভা!

রক্তগুলো তাঁদের
মায়ের ভাষা আনতে গিয়ে লাগলো গুলী যাঁদের।

ফাগুন এলে ঘুরে
সেই শহীদের স্মৃতি ছায়ায়
আমরা ছুটি মোহন মায়ায়
গান গেয়ে যায় কোকিলগুলো কুহু কুহু সুরে।

৮.

ভাষা শহীদ

এই মাটিতে মিশে আছে
বাঙলা ভাষার সেনা,
তাঁদের বুকের রক্ত দিয়ে
বর্ণমালা কেনা।
তাইতো ওঁদের সালাম করি
ভাষার তরে যারা,
গুলী নিলো বুক উঁচিয়ে
ভাষার শহীদ তাঁরা।

৯.

বকুল হয়ে ঝরে

ব-এর মানে বরকত হবে
র- এর মানে রফিক
বাঙলা দাবীর মিছিল করে
জব্বার এবং শফিক।

মায়ের ভাষার তরে
বকুল হয়ে ঝরে!

পড়লো ঝরে আরো কতো
বাঙলা মায়ের ছেলে,
ছয়টি ঋতুর লক্ষ ফুলে
পাপড়ি ওঁরাই মেলে।

১০.

লাল ফুলের গান

বলতে পারো ছন্দামনি
পলাশ, জবা লাল কেন?
থোকা থোকা রক্তে মাখা
কৃষ্ণচূড়ার ডাল কেন?
জবাব তোমার নেইকি জানা?
শোনো তবে কান দিয়ে
সেই ফাগুনে সোনার ছেলে
ভাষার তরে জান দিয়ে–
লুটায় তারা মাটির বুকে
মায়ের ভাষায় প্রাণ এলো,
সেই ছেলেদের রক্তে ভিজে
লাল ফুলেদের গান এলো।